ভঙ্গিপরেং : মণিপুরি নৃত্য পরম্পরার ধ্রুবতারা

তামান্না রহমান*

[সারসংক্ষেপ : মণিপুরিদের রাসনৃত্য শাস্ত্রীয় পর্যায়ের। প্রতিটি রাসের অনেকগুলি নির্দিষ্ট ক্রম আছে। এই ক্রমের এক পর্যায়ে পরিবেশিত হয় 'ভঙ্গিপরেং' নামে একটি বিশিষ্ট নৃত্য রচনা। রাসভেদে এক বা একাধিক ভঙ্গি পরিবেশিত হয়ে থাকে। মণিপুরি নৃত্যের শাস্ত্রীয় অবয়ব এবং বৈশিষ্ট্যগুলি 'ভঙ্গিপরেং'-এ দৃশ্যমান। বলা হয়ে থাকে যে, 'ভঙ্গিপরেং' শাস্ত্রীয় মণিপুরি নৃত্যের আত্মাস্বরূপ। বৈষ্ণবরসাশ্রিত এবং নৃত্তপর্যায়ভুক্ত এই ভঙ্গিপরেংগুলির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন তাল, গান এবং গুরুদের নাম এই প্রবন্ধে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে।]

প্রাচীনকাল থেকে মণিপুরিরা সমৃদ্ধ নৃত্যকলার অধিকারী। বৈষ্ণবধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবে মণিপুরিরা তাদের নৃত্যকলাকে শাস্ত্রীয় নৃত্যে রূপান্তরিত করে আঠারো শতকে। মণিপুরি নৃত্যগুরুরা তাদের মেধা ও উৎকর্ষ প্রয়োগে শাস্ত্রীয় মণিপুরি নৃত্যের এক অনন্য রূপ রচনা করেন। মণিপুরের কলারসিক মহারাজা ভাগ্যচন্দ্রের পৃষ্টপোষকতায় ১৭৭৬ সালে (মণিপুরি সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, মতান্তরে ১৭৭৯ সালে) মণিপুরিদের প্রথম রাস 'মহারাস' প্রবর্তিত হয়। মহারাসের মাধ্যমে শাস্ত্রীয় মণিপুরি নৃত্যের যাত্রা শুরু হয়। রাস হলো সংগীত, নৃত্য ও বাদ্যের মাধ্যমে পরিবেশিত শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনিভিত্তিক নৃত্যনাট্য, যা বৈষ্ণবধর্মীয় আচার হিসেবে রাসমণ্ডলে ছয় থেকে আট ঘণ্টাব্যাপী পরিবেশিত হয়ে থাকে। মহিলা প্রধান পাঁচটি ও পুরুষ প্রধান দুইটি সহ মোট সাতটি রাসে 'ভঙ্গিপরেং' নামে অন্তত আধা ঘণ্টার একটি বৈশিষ্ট্যময় রচনা থাকে। এটি বিশুদ্ধ নৃত্য-আঙ্গিকের। প্রতিটি রাসেই ভঙ্গিপরেং একটি অবশ্যকরণীয় নৃত্যাংশ বা পর্ব।

ভঙ্গিপরেং কথাটিতে দুটি শব্দ রয়েছে। প্রথমটি সংস্কৃত, দ্বিতীয়টি মণিপুরি বা মৈতৈ ভাষায়। সংস্কৃত মূল ধাতু 'ভঞ্জ' এর সাথে 'ঘঞ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'ভঙ্গি' শব্দটি গঠিত হয়েছে (গুরু বিপিন, ১৯৯৫ : ট)। 'ভঞ্জ' ধাতুর অর্থ ভাঙা। 'ভঙ্গি' শব্দের অর্থ কোনো কিছুকে বাঁকিয়ে দেওয়া। দেহের বিভিন্ন বঙ্কিম অবস্থানকে নৃত্যের ক্ষেত্রে আমরা 'ভঙ্গি' বলি আর 'পরেং' শব্দের অর্থ ক্রম। 'ভঙ্গিপরেং' শব্দের অর্থ তাহলে দাঁড়ালো শরীরের নানা ভঙ্গির ক্রমমালা বা ক্রমানুসারী অঙ্গসঞ্চালন। সুতরাং নৃত্যে অঙ্গবিন্যাসগুলি যখন একটির পর একটি ক্রমানুসারে উপস্থাপিত হয়, তখন তাকে ভঙ্গিপরেং বলে। প্রত্যেকটি ভঙ্গিপরেং শরীরের মূল চালনগুলিকে একটি ক্রমে গ্রন্থিবদ্ধ করেছে এবং প্রত্যেকটি পৃথক ভঙ্গকে অর্থাৎ আভঙ্গ, সমভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ ইত্যাদিকে গতির মাধ্যমে সংযুক্ত করেছে। ভঙ্গিপরেং মণিপুরি নৃত্যের আত্মাস্বরূপ। এগুলোর মধ্যে শাস্ত্রীয় মণিপুরি নৃত্যের মূল বৈশিষ্ট্য ও যথার্থ রূপ ফুটে উঠেছে।

লালিত্যপূর্ণ অঙ্গসঞ্চালন, গোলাকার হস্তচালনা, স্বাভাবিক-নম্র ও সৌষ্ঠবপূর্ণ বক্ষদেশ, বাংলা চার এর অনুসরণে মস্তক চালনা, ধানক্ষেত বা বাঁশবনের মতো শরীরের দোলন, অঙ্গের চালনগুলি

* প্রভাষক, নৃত্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢেউয়ের মতো একে অপরের মধ্যে লয় হয়ে যাওয়া, 'ইপোম' বা শরীর তরঙ্গের মত উপর নীচ হওয়া, পা ও জানু কাছাকাছি থাকা, জানু থেকে নিচু হওয়া, দৃষ্টি ও মস্তক সর্বদা হাতকে অনুসরণ করা– ভঙ্গিপরেং করার সময় সকল বিষয়েই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খেয়াল রাখা হয়।

ভঙ্গিপরেংগুলি মণিপুরি রাসলীলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে বেষ্টন করে মণ্ডলাকারে গোপীগণ এই নৃত্য করে। এই নৃত্যের বর্ণনার সাথে বিভিন্ন সংস্কৃত পুরাণ, শাস্ত্র ও সাহিত্যে উল্লেখিত 'হল্লীসক' নামে নৃত্যের সাদৃশ্য থাকায় মণিপুরি গুরুরা হল্লীসক আর লাস্য ভঙ্গিপরেংকে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণরাজ কবিরাজ রচিত *গোবিন্দ লীলামৃতম*-এর ২২ সর্গে রাসের বর্ণনা উল্লেখযোগ্য–

আদিশ্য হল্লীসক কেলিরঙ্গে রাধামুকুন্দৌ' ললিতাদিকালিঃ।
তত্রাং সবিন্যস্ত ভূজৌ মিথস্তান্নৃত্যতাঃ লাস্যবিদ্যাং বিরিষ্টৌ॥
(গুরু বিপিন, ১৯৯৫ : ঠ)

অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ হল্লীসক করতে করতে আনন্দ-বিভোর হয়ে ললিতাদি সখীগণ সহ পরস্পরের হস্ত স্কন্ধে বিন্যাস করে নাচ করতে করতে লাস্য বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করতে লাগলেন (গুরু বিপিন, ১৯৯৫ : ঠ)। লাস্যের বড়ো ভঙ্গিতে (অচৌবা ভঙ্গিপরেং) পরস্পরের কাঁধে ভূজবিন্যাসের নৃত্যদৃশ্য দেখা যায়।

মণিপুরি নৃত্য তথা ভঙ্গিপরেংগুলি বৈষ্ণবরসাশ্রিত। বৈষ্ণব সংগীত শাস্ত্রগুলির বর্ণনানুসারে এই শাস্ত্রীয় নৃত্যের রূপায়ণ হয়েছে। বৈষ্ণব শাস্ত্রগুলি আবার ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র ও অন্যান্য নাট্য ও সংগীত শাস্ত্রগুলির আধারে রচিত। বৈষ্ণব সংগীত শাস্ত্রগুলি বৈষ্ণবীয় রীতির সংগীত,নৃত্য ও বাদ্যের এক শক্ত ভিত্তি তৈরি করেছে। এই ভিত্তির উপরেই ভঙ্গিপরেংগুলি নানা তালে, নানা ছন্দে, নানা ভঙ্গিতে গতিময় ও মণিপুরি নৃত্যের সৌকর্যবহনকারী এক অনুপম নৃত্য।

বিভিন্ন রাসে মোট পাঁচটি ভঙ্গি পরিবেশিত হয় :

১. অচৌবা ভঙ্গিপরেং
২. বৃন্দাবন ভঙ্গিপরেং
৩. খুরুম্বা ভঙ্গিপরেং
৪. গোষ্ঠ ভঙ্গিপরেং এবং
৫. গোষ্ঠবৃন্দাবন ভঙ্গিপরেং

অচৌবা, বৃন্দাবন ও খুরুম্বা ভঙ্গিপরেং লাস্য আঙ্গিকের ও মহিলারা পরিবেশন করেন এবং গোষ্ঠ ও গোষ্ঠবৃন্দাবন ভঙ্গিপরেং তান্ডব আঙ্গিকের ও পুরুষরা পরিবেশন করেন। অচৌবা, বৃন্দাবন ও খুরুম্বা ভঙ্গিপরেং-এ বিভিন্ন গুরুদের লিখিত গীত পরিবেশন করা হয়, তবে ভঙ্গিপরেংগুলি গীত অনুসারী নয়। ভঙ্গিপরেং-এর মাধ্যমে রাসমণ্ডলের ভক্তিময় বাতাবরণে ভক্তিন্দ্রচিত্ত দর্শকের মানসপটে গীতের বার্তাটি ফুটে উঠে। গুরুরা ব্রজ, ব্রজবুলি, সংস্কৃত, মৈথিলী প্রাচীন বাংলা ও পদাবলি সাহিত্যের ভাষাভঙ্গির গানে প্রয়োগ করেছেন।

১. অচৌবা ভঙ্গিপরেং

অচৌবা ভঙ্গিপরেং-এ শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা ও রাধা-কৃষ্ণের যুগলমিলন বর্ণনা করা হয়েছে। এটি ভূষণা তালপ্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত। এতে ব্যবহৃত তালগুলি যথাক্রমে–

ক. রাজমেল (৭ বর্ণকাল), খ. তানচপ (৪ বর্ণকাল), গ. মেনকূপ (৬ বর্ণকাল) এবং ঘ. চালী (৮ বর্ণকাল)। মহারাজা ভাগ্যচন্দ্রের সময়ে ১৭৭৬ সালে গুরু ঙাংবম্ স্বরূপানন্দ, গুরু তখেনচংবম রসানন্দ এবং কারো কারো মতে গুরু কাবোখুম্বোংবাও অচৌবা ভঙ্গিপরেং রচনা করেন। শ্রী থোকচোম ওঝা মুক্ত সিংহ রচনা করেন অচৌবা ভঙ্গির গান।

তাল ভূষণা (রাজমেল)

নাচত নাগরী নাগর সঙ্গে
নাচত নাগরী নাগর সঙ্গে
আজ বরি কি আনন্দে
কি আনন্দে এ ...
নানা যন্ত্র বাজত (এ) দেই করতালি॥
সখিরে বিলাসই যমুনা পুলিন বনে
বিলাসইরে ... সখিরে ...
ব্রজ– নব– যুবরাজ সঙ্গে নিয়ে বৃষভানু সুকুমারী

তাল তানচপ

শ্রীরাস-মণ্ডলী মাঝে নটিনী-নর্ত্তন-রাজে
ব্রজ-কুলবতী সহে কুঞ্জে খেলে শ্যাম চাঁদ
করপদ-যুগ-চালন প্রতি অঙ্গে আভরণ ঝলমল
ঝলমল করেরে

তাল মেনকূপ

মধুর নর্ত্তন গতি ভঙ্গি॥
মধুর নটিনী নর্ত্তন সঙ্গি
যেমন চাঁদকে ঘেরে তারাগন, তেমনি, রাধা শ্যামকে
ঘেরে গোপীগণ রে
গগন চাঁদ লুকাইয়াছেগো বদন চাঁদ হেরি দুহু
বদন চাঁদ হেরি।
শ্যাম গৌরী নর্ত্তন সুঠাম চঞ্চলগমনী শ্যাম গৌরী
কালো মেঘের কোলে কিবা চাঁদ খেলে।
আজ কিবা শোভারে
নীলমণি কান্তি জিনি স্বর্ণমণি কান্তি জিনি তমালে
কনকলতা যেন জড়াওলরে।

তাল তানচপ

কতহু গোপিনী রাধা সুবদনী বিলসই সুখদ রজনী
মধুর শ্রী বৃন্দাবনে বিকশিত পুষ্পবনে
শ্রীরাস-মণ্ডলী মাঝে সঙ্গে ব্রজ নটরাজ।

তাল মেনকূপ

শ্যামর সঙ্গিনী রঙ্গিনী বামা,
ললিতা মনসা মাধবী শ্যামা
রসদা জয়দা আর গোবিন্দে।

তাল তানচপ

অনঙ্গ-মঞ্জরী গান আরম্ভিল (গোবিন্দে)

তাল চালী

অপরূপ রসময় অপরূপ রাস
বলিহারি বলিহারি যায় নরহরি দাস।
(গুরু বিপিন, ১৯৯৫ : ১০৮–১০৯)

২. বৃন্দাবন ভঙ্গিপরেং

বৃন্দাবন ভঙ্গিপরেং-এ স্থান ও কাল অর্থাৎ বৃন্দাবনের রূপমাধুরী বর্ণনা করা হয়েছে। ১৮৯৫ সালে মহারাজ চন্দ্রকীর্তির সময়ে গুরু সনা চন্দ্রহাস এই ভঙ্গি রচনা করেন। এতে ব্যবহৃত তাল : ক. তিনতাল অচৌবা (৮ বর্ণকাল), খ. তানচপ, গ. মেনকূপ ও ঘ. চালী।

শ্রীমাইবম ওঝা পুরেন কৈফা শেলুংবা লৌরুংপুরেনের বৃন্দাবন ভঙ্গির গান

তাল তিনতাল অচৌবা

মত্ত মধুকর বিবিধ গুঞ্জর
কোকিল পঞ্চম গায়।
নানা তরুকুল বিকশিত ফুল
খসি পড়ু শ্যাম গায়
[পদ কল্পতরু : পদসংখ্যা– ১০৬৭]

মধুমদে মধুকর গুণগুণ করে– মধুর স্বরে
ভ্রমর গুণগুণ স্বরে
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে বিকশিত ফুল
ফুলের সৌরভ পেয়ে মধুমদে।
ছয় ঋতু সেবিত চিন্তামণি ধাম।
মলয় সমীরে বহে ধীরে ধীরে মনমথ মনোহরে
বৃক্ষ ডালে শুরু সারি জয় জয় রাধা কৃষ্ণ বলে।
ময়ূর-ময়ূরী নাচে ঘেরি ঘেরি পুচ্ছ পসারিয়ে॥
গুণগুণ গুঞ্জরে অলি গান বিসান।
কুহু কুহু কুহরে কোকিল কোকিলী॥
মত্ত মধুকর বিবিধ গুঞ্জর ...

তাল তানচপ

কিবা চান্দনি রজনী উজিয়ারে
অলিকুল পিক কুজিয়ারে।
যুগলরূপ হেরি যুগলপত্র তাল ধরি
শ্রীবৃন্দাবন বিপিন কি শোভা,
নব নব পল্লব আভা, দেখারে সখি।
সুর নরমুনি মনলোভা, শ্রীবৃন্দাবন বিপিন কি শোভা নব নব।

তাল মেনকূপ

জাতিযূথী লবঙ্গ মাধবী মল্লিকা।

শিরীষ বকুল নাগেশ্বর কর্ণিকা।।
ছয় ঋতু শোভিত চিন্তামণি ধাম।

তাল চালী

কুহু কুহু কুহরত রে কোকিল কোকিলী।
শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জ কুঞ্জমে কোকিল কোকিলী।
(গুরু বিপিন, ১৯৯৫ : ১১০)

৩. খুরুম্বা ভঙ্গিপরেং

এই ভঙ্গিপরেং-এ বর্ণনা করা হয়েছে রাধাকৃষ্ণের যুগল প্রার্থনা যা এক ভক্তিবিনম্র নিবেদন। এটিও মহারাজা চন্দ্রকীর্তির সময়ে ১৮৯৫ সালে গুরু থোকচোম মরৈবা রচনা করেন। এতে ব্যবহৃত তাল– ক. রাজমেল, খ. মেনকূপ, গ. তানচপ এবং ঘ. চালী। শ্রীমাইবম ওঝা পুরেন শেলং বা লৌরুংপুরেনের খুরুম্বা ভঙ্গির গান :

তাল রাজমেল

রাস রঙ্গ-স্থল পরম সুশীতল
সহচরিগণ তহি ঘেরি।
দুহু মুখ চাহি পাই পরমানন্দ
বাজন-যন্ত্র তন্ত্রে করু কেলি।।
[পদকল্পতরু, পদ সংখ্যা : ১৮৮]

তারা মাঝে চান্দ কি শোভে অম্বরে,
হেরো দেখ গগণ চান্দ তাতে মলিন আছে কিনা
কেনবা তুলনা দিব গগন চান্দে একা চান্দে॥
হেরো সখি রাস-স্থলে দুই চান্দের উদয় হইল অকলঙ্ক।

তাল মেনকূপ

রঙ্গিনী রায় রাঙ্গিয়া শ্যামরায়।
দুহু দুহা চাহি দুহুক মুচকায়।
[পদকল্পতরু, পদ সংখ্যা : ২৮৮৩]

ডালে শুকসারী বলে শ্যাম জয়কিশোরী
গুণগুণ গুণগুণ স্বরে ভ্রমর ভ্রমরী।
রাধা শ্যামের গুণ গাওই ভ্রমর
গুণগুণ গুণগুণ স্বরে ভ্রমর ভ্রমরী
কুহুকুহু রবে কোকিল কোকিলী।
পুচ্ছ প্রসারি নাচে ময়ূরময়ূরী।
যেমন দুহার নর্ত্তন তেমন পুচ্ছ প্রসারি।

তাল তানচপ ও চালী

যেমনি গায় তেমনি বাজে
মধুর মধুর ধ্বনি আরে।
শ্রীরাসমণ্ডলী মাঝে।

গায় খম্বাজ রাগিনী॥
তপন-সুতাতট-পুলিন বনে
কুসুম সুগন্ধ মলয় পবনে।
বাজে তাতাথৈ বাজে।
তাদিগ তাদিগ থোদিক দৃগ তা থৈ বাজে
তালে তালে তাল মিশাইয়া
রঙ্গিনী রাই রঙ্গিয়ে শ্যামরাই।
(গুরু বিপিন ১৯৯৫ : ১১১)

৪. গোষ্ঠ ভঙ্গিপরেং

গোষ্ঠ ভঙ্গিপরেং-এ গোষ্ঠলীলার বর্ণনা করা হয়েছে। ১৮২৬ সালে মহারাজা গম্ভীর সিংহের রাজত্বকালে গুরু সময়রাঙ তাণ্ডব আঙ্গিকের এই ভঙ্গি রচনা করেন। এতে ব্যবহৃত তাল– ক. রাজমেল, খ. মেনকূপ গ. তানচপ। এর শেষে চালী হয় না।

৫. গোষ্ঠবৃন্দাবন ভঙ্গিপরেং

এই ভঙ্গিপরেং-এ বৃন্দাবনের গোষ্ঠলীলার বর্ণনা করা হয়। মহারাজা চন্দ্রকীর্তির রাজত্বকালে ১৮৯৫ সালে গুরু তখেনচংবম বামন এইগা থৌরানীসাবী এই ভঙ্গিপরেংটি রচনা করেছিলেন। এতে ব্যবহৃত তাল : ক. তিনতাল অচৌবা, খ. চতুবশ্রজাতি ত্রিপূট তাল (৮ বর্ণকাল), গ. মেনকূপ, ঘ. তানচপ এবং ঙ. চালী।

লাস্য ভঙ্গিপরেংগুলোর মতো গোষ্ঠ ভঙ্গিপরেং ও গোষ্ঠবৃন্দাবন ভঙ্গিপরেং-এর বিশেষ কোনো গান নাই। কেবল দুইটি পঙ্‌ক্তি তালের ক্রমানুসারে পুনরাবৃত্তি করে গীত হতে থাকে।

শ্যাম-নবজলধর নটবরবেশ
ত্রিভঙ্গভঙ্গিমাঠামে চূড়ার টালনি বামে।
(গুরু বিপিন, ১৯৯৫ : ১১২)

যদিও ভঙ্গিপরেং-এর গানগুলির অর্থ নৃত্যের ভাষায় ব্যক্ত হয় না, তথাপি এই সকল গান ও মণিপুরি পুং এর নানা তাল, লয় ছন্দে ভঙ্গিপরেং-এর নৃত্যসুষমা এক স্বর্গীয় বাতাবরণ সৃষ্টি করে। ভঙ্গিপরেং-এর পরিবেশনা অত্যন্ত মঙ্গলজনক বলে মনে করা হয়।

ভঙ্গিপরেংগুলি রাজমেল অথবা তিনতাল অচৌবা তাল দিয়ে শুরু হয় ও পরে তানচপ ও মেনকূপ তালের পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে। গোষ্ঠ ভঙ্গিপরেং ছাড়া বাকি চারটি চালী তাল দিয়ে শেষ হয়। সবগুলি ভঙ্গিপরেং ধীর লয়ে শুরু হয় ও পরে মধ্যলয়ে সমন্বয় করা হয়। তবে সামগ্রিক রূপটি ধীর ও গুরুগম্ভীর।

ভীঙ্গপরেংগুলি অত্যন্ত বিধিবদ্ধ, ইচ্ছানুসারে পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নাই। ভঙ্গিপরেং শেখা বা শেখানোর সময় এর বিভিন্ন অঙ্গবিন্যাসগুলি কোনোটি তিনবার, কোনোটি চারবার, কোনোটি পাঁচবার ইত্যাদি নিয়মে করা হয়। তবে মণ্ডপে রাস অনুষ্ঠানের সময় সূত্রধারী গানের আবেশে কোনো কোনো পঙ্‌ক্তি যদি নির্দিষ্ট বারের বেশি গেয়ে ফেলেন, তখন তালটি চলতে থাকে ও নৃত্যশিল্পীরা তাল অনুসারে নাচের পুনরাবৃত্তি করেন। এই বিধিবদ্ধতার জন্যই ভঙ্গিপরেং-এর অবিকৃত আদি রচনা একইভাবে এখনো শেখানো হচ্ছে ও পরিবেশিত হচ্ছে।

শাস্ত্রীয় মণিপুরি নৃত্য পরম্পরায় ধ্রুবতারা সম ভঙ্গিপরেং ভবিষ্যতেও মণিপুরি নৃত্যের কাব্যময়তা ও অনন্য মাধুর্যকে উজ্জ্বল করে রাখবে।

সহায়কপঞ্জি

গুরু বিপিন সিং (১৯৯৫)। *ভঙ্গীপরেং* (ভঙ্গাবলী)। মণিপুরী নর্ত্তনালয়, বম্বে, কলকাতা, ইম্ফল।

দর্শনা ঝবেরী ও কলাবতী দেবী (১৯৯৩)। *শাস্ত্রীয় মণিপুরী নর্ত্তন*। মণিপুরী নর্ত্তনালয়, কলকাতা।

তপা সেনগুপ্ত (২০০৮)। *বৈষ্ণব ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে মণিপুরী নৃত্যধারার সমীক্ষা*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

শ্রী সুরচান্দ শর্ম্মা (১৯৬৫)। *মৈতৈ জগোই*। শ্রী গোবিন্দজী নর্ত্তনালয়, ইম্ফল, মণিপুর।

শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৯৭৪)। *পদাবলী পরিচয়*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

E. Nilakanta Singh (1958). The grandeur that is Manipur. Imphal, Manipur

Saryu Doshi, *Editor* (1989). *Dances of Manipur : the classical Tradition*. Marg Publications, Delhi.

R.K Singhajit Singh (2004). *Manipuri (Dances of India)*. Wisdom Tree, Kolkata.

Dr. Kapila Vatsayan (1974). *Indian Classical Dance*. Publication Division, Ministry of Information & Broadcasting, Govt. of India, New Delhi.